- বর্ষ ২০২৪
- সংখ্যা ০৪
- অক্টোবর- ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৩ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির ১২৬তম সভা:

টেকসই উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ঘাসফুলের প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুম সংযোগের মাধ্যমে সংস্থার নির্বাহী কমিটির ১২৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি ড. মনজুর- উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় সংস্থার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা ও কার্যক্রম সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাম থেকে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য সাবেক যুগ্ম-সচিব প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগম, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

নারী-কন্যার সুরক্ষা করি, সহিংসতামুক্ত বিশ্ব গড়ি" প্রতিপাদ্যে ঘাসফুল নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির অগ্রভাগে কাজ করে যাচ্ছে। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "ঘাসফুল নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নানামুখী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আজকের এই আলোচনা সভা সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।" বক্তারা বলেন, "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সর্বত্র নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ঘাসফুলের সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নারী ও শিশুর সুরক্ষায় প্রয়োজন সামাজিক ঐক্য, সচেতনতা ও মানসিক পরিবর্তন

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) ও ''সিক্সটিন ডেজ ক্যাম্পেইন অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন'' উপলক্ষে, গত ৪ ডিসেম্বর; বুধবার, ঘাসফুল এর প্রধান কার্যালয়ে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। "নারী-কন্যার সুরক্ষা করি, সহিংসতামুক্ত বিশ্ব গড়ি" - এ মহৎ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। সভায় বক্তারা জোরালোভাবে তুলে ধরেন, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে আইনের পাশাপাশি চাই পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

নারী নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য

'উইমেন অব ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'–এ ভূষিত ঘাসফুল পরিবারের সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন

জেরিন মাহমুদ হোসেনের এই অর্জন ও স্বীকৃতি ঘাসফুল পরিবারের জন্য এক অনন্য গৌরবের বিষয়। তার কর্মযজ্ঞ ও নেতৃত্ব সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, যা ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ঘাসফুল পরিবার তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর সামনে এগিয়ে চলার পথে সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে। ঘাসফুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, নারী নেতৃত্ব কেবল সমাজের উন্নয়নেই নয়, বরং একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতিতেও অনন্য ভূমিকা রাখে। জেরিন মাহমুদ হোসেনের মতো প্রগতিশীল নেতৃত্ব শেখায়, নারীরা যখন সমান অধিকার ও সুযোগ পায়, তখন তারাই হয়ে ওঠে সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন সম্প্রতি জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (JCI) বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে 'উইমেন অব ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' অর্জন করেন। এই সম্মাননা নারী নেতৃত্ব, সাহসিকতা, সমাজ উন্নয়ন এবং অন্যদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি। তাঁর এই গৌরবময় পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। যেখানে গল্প বলার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের জীবন গঠনে সহায়তা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তিনি Snehasish Mahmud & Co., Chartered Accountants-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন প্রতিষ্ঠিত পেশাদার হিসাববিদ।

তাঁর কর্মজীবনের শুরু নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের বাজেট অফিসে, এরপর আন্তর্জাতিক অডিট প্রতিষ্ঠান KPMG LLP-তে, যেখানে তিনি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলো নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি Smith College থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি এবং New York University থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (MPA) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি একজন Certified Public Accountant Ges Institute of Chartered Accountants of Bangladesh-এর একজন ফেলো সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত।"

অর্জনে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। ঘাসফুলের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রকাশিত এক বার্তায় জেরিন মাহমুদ হোসেনকে ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়।"

জেরিন মাহমুদ হোসেন একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, যিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি HerStory Foundation-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী

নারীদের গল্প তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে HerStories: Adventures of Supergirls (ভলিউম ১ ও ২) গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে -যেখানে বাংলাদেশের সাহসী ও অনুপ্রেরণাদায়ক নারীদের জীবনের গল্পসমূহ সংকলিত হয়েছে। তিনি একইসাথে taramonbd.com-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে নারীদের কণ্ঠ ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও পরিচালনা করছেন।

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

টেকসই উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা... ১ম পৃষ্ঠার পর

সভার সূচনায় ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম.এল. রহমান এবং সংগঠনের পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে প্রয়াত সহযাত্রীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন নির্বাহী কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগম, কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম. মাজেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম এবং পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এছাড়া সভায় সরাসরি উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, মারুফুল করিম চৌধুরী, সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া এবং অডিট ব্যবস্থাপক ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী। সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বহিঃ নিরীক্ষক ও আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগ, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ। এছাড়াও সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নারী ও শিশুর সুরক্ষায় প্রয়োজন সামাজিক ঐক্য, সচেতনতা ও মানসিক পরিবর্তন... ১ম পৃষ্ঠার পর

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, চট্টগ্রাম-এর উপপরিচালক আতিয়া চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান এবং উপপরিচালক সাদিয়া রহমান।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও কর্মচারীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, "নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে কেবল আইন প্রণয়ন নয়, বরং পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে গড়ে তুলতে হবে নারীবান্ধব ও সম্মাননাপূর্ণ পরিবেশ।"

সভায় ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ঘাসফুল শুরু থেকেই সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই আলোচনা সভা তারই ধারাবাহিক প্রয়াস। আমরা বিশ্বাস করি, সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।"

বক্তারা আরও জানান, "১৬ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রচারণার উদ্দেশ্য হলো নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।" ঘাসফুল এই ক্যাম্পেইনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে তার কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় প্রচারাভিযান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রচার সামগ্রী বিতরণসহ বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬ দিনব্যাপী এই ক্যাম্পেইন প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর,আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস থেকে শুরু হয়ে ১০ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে শেষ হয়। এ সময়ে বিশ্বজুড়ে সংগঠনগুলো নারী নির্যাতন বন্ধে সচেতনতা তৈরির জন্য নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে।

ঘাসফুলের এই সম্মিলিত উদ্যোগ একটি সহিংসতামুক্ত, নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে-এমন প্রত্যাশা সকল অংশগ্রহণকারীদের।

'উইমেন অব ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'-এ ভূষিত ঘাসফুল পরিবারের সদস্য জেরিন মাহমুদ হোসেন... ২য় পৃষ্ঠার পর

জেরিন মাহমুদ হোসেন বর্তমানে ঘাসফুলের পাশাপাশি আগা খান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবং শাশা ডেনিমস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও যুক্ত আছেন। তিনি EntrepreneursÕ Organization Bangladesh-এর প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন - যা দেশের উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশকে আরও গতিশীল করতে সহায়ক হবে। তাঁর পূর্ববর্তী অর্জনের মধ্যে রয়েছে Women Economic Forum, New Delhi কর্তৃক প্রদত্ত 'Women of Excellence Award' (২০১৮), যা তাঁর বহুবিধ অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ অক্টোবর ২০২৪, শুক্রবার, ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন CAMPE-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং JCI বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইমরান কাদির।

এবারের 'উইমেন অব ইনস্পিরেশন অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত অন্যান্য নারীদের মধ্যে ছিলেন প্রযুক্তি ও উন্নয়নে এশিতা শরমিন, উদ্ভাবনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির জন্য আফসানা জারিন, সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে পরিবর্তনের জন্য নাদিয়া আনোয়ার, বিচার ব্যবস্থায় অবদানের জন্য ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জনা, সাংবাদিকতায় জাইমা ইসলাম, সংগীতের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে এলিটা করিম, বিনোদনের মাধ্যমে প্রচলিত চিন্তাধারা ভাঙার জন্য তাসনিয়া ফারিন, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অবদানের জন্য ফিরদাউসি কাদরী এবং সমতা ও উন্নয়নে আজীবন অবদানের জন্য ফারাহ কবির।

জেরিন মাহমুদ হোসেনের এই অর্জন ও স্বীকৃতি ঘাসফুল পরিবারের জন্য এক অনন্য গৌরবের বিষয়। তাঁর কর্মযজ্ঞ ও নেতৃত্ব সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস - যা ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ঘাসফুল পরিবার তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর সামনে এগিয়ে চলার পথে সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে। ঘাসফুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, নারী নেতৃত্ব কেবল সমাজের উন্নয়নেই নয়, বরং একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতিতেও অনন্য ভূমিকা রাখে। জেরিন মাহমুদ হোসেনের মতো প্রগতিশীল নেতৃত্ব শেখায়, নারীরা যখন সমান অধিকার ও সুযোগ পায়, তখন তারাই হয়ে ওঠে সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি।"

'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা;

শিশুশ্রম নিরসনে সরকার ও উন্নয়ন সংগঠনের পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন

বাংলাদেশে শিশু আছে ৪ কোটি - যারমধ্যে ১৭% কন্যাশিশু। এবারের বন্যায় ২০ লাখেরও বেশি শিশু ঝুঁকিতে। সাতহাজার স্কুল ক্ষতিগ্রস্থ। মে-আগস্ট মাসে ৫০ লাখ শিশু দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। জানুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত ২২৪ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ১৩৩ জন আত্মহত্যা করেছে, আর ১৮৭ জন পানিতে ডুবে মারা গেছে। ২০২২ সালের তথ্যমতে, শিশুশ্রমিক বেড়েছে ১ লাখ। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বেড়েছে ৩৮ থেকে ৪৩টিতে। এ পরিস্থিতিতে শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হচ্ছে। শিশুশ্রম দন্ডনীয় হলেও আমাদের দেশে শাস্তি কম। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যই শিশুশ্রমের মূল কারণ। সমাধানে দরকার ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও এ বিষয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের স্বচ্ছতা।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে গত৩ অক্টোবর; বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রামে 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম: চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রামের আয়োজনে বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম এবং ঘাসফুল ও ইপসার সহযোগিতায় শিশুশ্রম উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব মোঃ মোছলেহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে গোলটেবিল আলোচনা শুরু হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী।

প্যানেল আলোচক ছিলেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান, বিলস্ এর চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম পরিদর্শক (সাধারণ) বিশ্বজিৎ শর্মা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটির রেজিস্ট্রার আনজুমান বানু লিমা ও ইপসার ম্যানেজম্যান্ট এডভাইজার, ড.শামসুন্নাহার চৌধুরী লুপা।

অনুষ্ঠানে শিশুশ্রম চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত বিষয়ক দুইটি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন করেন ঘাসফুলের পক্ষ থেকে প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও ইপসার প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আলী শাহিন। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়ক এনামুল হাসান, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মো. আলী শিকদার, কোডেকের অলকা চৌধুরী, ইউসেপের নিন্দিতা চক্রবর্তী, এডাবের মো. ফোরকান, মমতার কামরুন্নাহার, শিশু প্রতিনিধি সোনিয়া আকতার, জিসান ও আকলিমা আকতার।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক বলেন, বাংলাদেশে মোট শিশু ৪ কোটি তম্মধ্যে ১৭ শতাংশ কন্যাশিশু। সমপ্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘ প্রতিবেদনে জানা যায় এবারের ভয়াবহ বন্যায় ২০ লাখের বেশি শিশু ঝুঁকির মধ্যে, ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ মে থেকে আগস্টে চার মাসের দুর্যোগ আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ৫০ লাখ। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসী ফোরামের তথ্যে জানা যায় চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে ২২৪ কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, আত্মহত্যা করেছে ১৩৩ কন্যা শিশু এবং পানিতে ডুবে মারা গেছে ১৮৭ কন্যাশিশু। ২০২২ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপের তথ্যমতে জানা যায় শিশুশ্রমিক বেড়েছে ১ লাখ, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে ৩৮ থেকে ৪৩। এই বাস্তবতায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, শিশুশ্রম দন্ডনীয় অপরাধ যদিও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের দন্ডটা লঘু। অসমতা ও বৈষম্যই হচ্ছে শিশুশ্রমের মূলকারণ। শিশুশ্রম বিষয়ক সরকারি প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত নয়। ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় হচ্ছে উত্তরণের সর্বোত্তম উপায়।

প্যানেল আলোচকরা বলেন, শিশুশ্রম হ্রাসে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং অংশীজনদের আশাবাদী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। সরকার ও উন্নয়ন সংগঠনসমূহের পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে।

মহান বিজয় দিবসে ঘাসফুলের শ্রদ্ধা

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪; মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরিবার মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে। চট্টগ্রামের স্থানীয় শহীদ মিনারে ঘাসফুল-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীরা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেন। দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান জানিয়ে ঘাসফুল পরিবার দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে আরও নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে ঘাসফুল-এর মানববন্ধন

"দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বো আগামী গুণগত সমাজ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে আয়োজিত এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে ঘাসফুলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মানববন্ধন জনগণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা দেয়।

বিসিসিএম-এর ২০তম

এনজিও কনস্টিটুয়েন্সি কনসালটেশন মিটিং-এ ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গত ২৭শে নভেম্বর, বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটিং মেকানিজম (BCCM)-এর ২০তম এনজিও কনস্টিটুয়েন্সি কনসালটেশন সভা ঢাকাস্থ বাংলাদেশ উইমেন'স হেলথ কোয়ালিশন (BWHC) কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ঘাসফুল-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব জয়ন্ত কুমার বসু। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় অগ্রাধিকার, অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণ এবং জনস্বাস্থ্য খাতে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস ২০২৪: উন্নয়নের ছন্দে কন্যার চোখে ভবিষ্যতের ছবি

বাস্তবতা, প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োজনীয়তার আয়নায় বাংলাদেশ

প্রতিবছর ১১ অক্টোবর বিশ্বব্যাপি পালিত হয় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস, একটি প্রতীকী উপলক্ষ - যা আমাদের কন্যাশিশুদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনার কথা নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি কেবল এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং একটি জাগরণ, একটি অঙ্গীকার, যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ ও উন্নয়ন অংশীদারগণ কন্যাশিশুর স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০২৪ সালের প্রতিপাদ্য ছিল: Girls' Vision for the Future এই থিমটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, কন্যাশিশুরা শুধু স্বপ্ন দেখবে না, বরং সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্বও রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যাত্রায় কন্যাশিশুরা যেন শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী, যার একটি বড় অংশ কন্যাশিশু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৮ বছরের নিচে কন্যাশিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ। এ বিশাল জনগোষ্ঠী হলো এক সম্ভাবনাময় শক্তি, যারা শিক্ষা, প্রযুক্তি, নেতৃত্ব, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির নানাক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই কন্যাশিশুরাই আজও বৈষম্য, নির্যাতন, অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ, ও নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিশুকাল থেকেই তারা স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপদ পরিবেশ, ও মর্যাদার সঙ্গে বড় হওয়ার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় এই দিবসটি আমাদের সবাইকে নিজেদের দায়বদ্ধতার জায়গা নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ দেয়।

ইউনিসেফ-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কন্যাশিশুদের ভর্তি হার বর্তমানে ৯৮ শতাংশ হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে সেই হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। বাল্যবিবাহ, আর্থিক অনটন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব এর প্রধান কারণ। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু জেলায় এখনো বাল্যবিবাহের হার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। অনেক অভিভাবক এখনও বিশ্বাস করেন, মেয়েদের বেশি পড়ালেখার দরকার নেই, এমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের স্বপ্নগুলোকে থমকে দেয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০ জন গর্ভবতী কিশোরীর মধ্যে ৪ জন রক্তস্বল্পতা ও অপুষ্টিতে ভুগছে। অপুষ্টির এই চক্র আবার ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও দুর্বল করে তোলে।

তবে অন্ধকারে কিছু আশার আলোও রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিশোরীবান্ধব স্কুল কার্যক্রম, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি, গার্লস-ফ্রেন্ডলি স্কুল প্রকল্প, নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন, স্বাস্থ্যক্যাম্প, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনেক জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, শিক্ষক এবং সমাজকর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। ফলে স্কুল থেকে ঝরেপড়ার হার কিছুটা কমলেও এটি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ঝরেপড়ার হার এখনো ৩৯.৬ শতাংশ, যা জাতির সামগ্রিক অগ্রযাত্রার পথে বড় অন্তরায়।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায়ও কন্যাশিশুরা এখনও সংকটে। ২০২৩ সালের একটি জাতীয় গবেষণা অনুসারে, দেশের প্রায় ৬৬ শতাংশ কিশোরী মাসিককালে নিরাপদ ও সম্মানজনক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ পায় না। এর ফলশ্রুতিতে তারা স্কুলে অনুপস্থিত থাকে, আত্মবিশ্বাস হারায় এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। নিরাপদ স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত পানি, এবং সচেতনতা ছাড়া এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং পরিবারের সদস্যদের অজ্ঞতা ও সংকোচ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে জরুরি হয়ে পড়েছে একটি সমন্বিত জাতীয় কিশোরী নীতি। যেখানে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা থাকবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে কিশোরীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা, প্রতিটি উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিকে কার্যকর করা, প্রতিটি জেলায় কন্যাশিশুবিষয়ক পর্যবেক্ষণ সেল গঠন করা, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও জীবনদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু রাখা, গ্রামীণ ও চরাঞ্চলে প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, এবং যৌন হয়রানি বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা। পাশাপাশি গণমাধ্যমেও মেয়েদের ইতিবাচক উপস্থাপনা ও সফলতা তুলে ধরার উদ্যোগ প্রয়োজন।

সরকার আগামি ২০২৫ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ ৫০% হ্রাস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু আইনি কাঠামো নয়, প্রয়োজন সামাজিক রূপান্তর। ধর্মীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, পরিবার ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্মিলিত সচেতনতা ও আন্তরিকতা ছাড়া এই প্রতিরোধ কার্যকর হবে না।

একটি সুরক্ষিত, শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান কন্যাশিশু শুধু তার নিজের জীবনের নয়, বরং জাতির সামগ্রিক অগ্রগতির বাহক। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি প্রধান ভিত্তি হলো; লিঙ্গসমতা ও কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং নেতৃত্ব, এই সবকিছুতে সমান সুযোগ না থাকলে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত চিত্র কখনোই পূর্ণতা পাবে না। কন্যাশিশুর উন্নয়নকে খাতভিত্তিক চিন্তা না করে সমন্বিত উন্নয়ন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস তাই যেন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা না থাকে, এটি হয়ে উঠুক জাতির বিবেকের একটি নিরন্তর প্রশ্ন; আমরা কি সত্যিই তাদের জন্য একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে সচেষ্ট হচ্ছি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের বিবেক জাগাতে হয়, পদক্ষেপ নিতে হয়, এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা প্রতিটি কন্যাশিশুকে তার স্বপ্ন দেখার এবং তা পূরণ করার সমান সুযোগ দেব। আমরা যেন ভুলে না যাই, "একটি কন্যা যখন স্বপ্ন দেখে, একটি জাতি তখন এগিয়ে যায়।"

তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। পরিবার, স্কুল, সমাজ এবং রাষ্ট্র, সবখানেই তাদের সম্মানজনক উপস্থিতি নিশ্চিত করাই এখন সময়ের দাবি। কন্যাশিশুকে কেবল শিশুই ভাবা যাবে না, তাদের চিন্তাকে সম্মান করে, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, 'পরিপূর্ণ মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে। উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও সময় এসেছে প্রকল্পকেন্দ্রিক চিন্তার বাইরে গিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অধিকারভিত্তিক ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনার মতো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের। কারণ কন্যাশিশুর ভবিষ্যৎ মানেই দেশের ভবিষ্যৎ। এখনই সেই আলো জ্বালাবার সময়, ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে।

শীতলপাটি : ভুবনজয়ী এক প্রাকৃতিক শিল্পকর্ম

বাংলার মাটির শীতল ছোঁয়া | ঐতিহ্য, পরিবেশ ও জীবনের বুনন

একসময় গ্রামের উঠোনে বিছানো শীতলপাটি আজ বিশ্ববাজারে **Handcrafted Natural Mat** হিসেবে পরিচিত। কারণ, এটি কেবল ঐতিহ্যবাহী নয়ড়পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও দৃষ্টিনন্দনও বটে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য যেমন আরামদায়ক, তেমনি প্লাস্টিকের টেকসই বিকল্প হিসেবেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

এই ঐতিহ্যের আধুনিক রূপে যোগ হয়েছে কুশন কভার, টেবিল ম্যাট, ওয়ালম্যাট, ফাইল কভার ও ব্যাগড়ুযা শীতলপাটিকে দিয়েছে বহুমাত্রিকতা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে করেছে আরও গ্রহণযোগ্য। এর মূল উপাদান মুর্তা দিয়ে তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের কাগজ, হস্তশিল্প ও ইকো-ফ্রেন্ডলি হোম ডেকর, যার চাহিদা বাড়ছে ইউরোপ-আমেরিকা, জাপান, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রায় ১৫ কোটি টাকার শীতলপাটি রপ্তানি হয়েছে, যা এই শিল্পের বৈশ্বিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মুর্তাচাষ কেবল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাই নয়, পরিবেশগতভাবে জলাভূমির ভারসাম্য, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এখন প্রয়োজন একটি সমন্বিত টেকসই কর্মপরিকল্পনা, যেখানে সরকার, বেসরকারি খাত, এনজিও, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও কর্পোরেট অংশীদাররা যৌথভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি, স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া, দেশব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বৈশ্বিক বাজারে নতুন সুযোগ অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

ভারত, নেপাল ও ভিয়েতনাম ইতোমধ্যে উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেল দিয়ে প্রমাণ করেছেন সঠিক পরিকল্পনা থাকলে ঐতিহ্যই হতে পারে আগামী দিনের টেকসই সমাধান।

'শীতলপাটি' শব্দটি উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক টুকরো গ্রামবাংলা, যেখানে প্রকৃতি, নারীর শিল্পচর্চা এবং ঐতিহ্যের অপূর্ব মেলবন্ধন। 'শীতল' মানে ঠান্ডা আর 'পাটি' হলো বিছানোর চট। তবে এ ঠান্ডা কেবল শারীরিক আরাম নয়, বরং এক গভীর প্রশান্তি, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভব।

আগেকার দিনে গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্যে, গৃহস্থবাড়িতে কোনো বিশেষ অতিথি এলে বিশেষ বিছানা করে দেওয়া হতো। হোগলাপাতার চাটাইয়ের ওপর শীতলপাটি, সঙ্গে তালপাতার পাখা। এখানে হোগলাপাতার চাটাই ছিলো প্রাকৃতিক তোশক আর শীতলপাটি এক আভিজাত্যের প্রতীক। এটি শুধু আরামদায়ক নয়, বরং মর্যাদারও প্রতীক ছিল। আজও স্বাস্থ্যসচেতন অনেক মানুষ তোশকের উপর বেডশিটের পরিবর্তে শীতলপাটি ব্যবহার করে থাকেন, এটি অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব, আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যসম্মত। আগে গ্রামীণ বাজারগুলোতে মালামাল বেঁধে দেওয়ার কাজে এবং ঘরের শনের চাউনি বা ঘেরাবেড়া তৈরিতে শীতলপাটির বেত ব্যবহৃত হতো।

শীতলপাটির মূল উপাদান হলো 'মুর্তা'। বৈজ্ঞানিক নাম Schumannianthus dichotomus। এটি জলাভূমি ও ছায়াঘেরা পরিবেশে জন্মানো এক অর্থকরী উদ্ভিদ। সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সুনামগঞ্জ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিল ও জলাভূমিতে এটি স্বাভাবিকভাবে জন্মে। দুই-তিন বছরের গাছই পাটির জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন অঞ্চলে মুর্তা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন সিলেটে "মুর্তা পাটি", কিশোরগঞ্জে "মুর্তা চটাই", বরিশালে "ঠান্ডা পাটি", নোয়াখালিতে "মুস্তাক-বেতের পাটি" এবং চট্টগ্রামে "জাং-বেতের পাটি"।

শীতলপাটির উৎপত্তি বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অঞ্চলে হলেও, সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার রাঙাউটি ও লক্ষ্মীবাজার এলাকার পাটিগুলি সবচেয়ে বিখ্যাত। এখানকার নারীরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই শিল্পচর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। এটি কেবল গৃহস্থালির উপকরণ নয়, বরং বিবাহের উপহার বা শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর এক গর্বের নিদর্শন হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এখনো মাঝেমধ্যে গ্রামাঞ্চলের বিয়েতে দেখা যায়, কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে কারুকাজ করা শীতলপাটি নিয়ে যেতে।

শীতলপাটি তৈরীর প্রক্রিয়া ও লোকজ ঐতিহ্য;

শীতলপাটি বুনন নিছক এক কারিগরি নয়, এ এক নিবিড় শিল্পযাপন, যার শুরু মুর্তা গাছ সংগ্রহ দিয়ে। দুই-তিন বছরের পুরোনো মুর্তা গাছ বর্ষা শেষে বা শীতের শুরুতে পাটিয়াল কারিগরেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেন। সাধারণ গৃহস্থরা অল্প দামে এসব গাছ বিক্রি করেন, তবে কারিগরের দক্ষতা, সততা ও গাছ কাটার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তারা কাকে বিক্রি করবেন সে বিষয়ে সচেতন থাকতেন। কার কাটায় গাছ বাড়ে, কার কাটায় গোঁড়া পচে- এমন বিশ্বাসও চালু ছিল। গাছ কাটার পর ডালপালা ছেঁটে কান্ড পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, এখান থেকেই শুরু হয় সূক্ষ বেতি তৈরির কাজ। যত বেশি মসৃণ ও পাতলা হয় বেতি, তত বেশি আকর্ষণীয় ও টেকসই হয় পাটি।

এই বেতিগুলো শুকিয়ে আঁটি বেঁধে ভাতের মাড়, আমড়া, জারুল, তেঁতুল ও কাউপাতার সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। এতে বেতি চকচকে, নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কখনো এসব আঁটি রঙ মেশানো পানিতে সিদ্ধ করা হয়, যাতে কারুকাজে রঙিন বৈচিত্র আনা যায়। প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের চল বহুদিনের হলুদ, রক্তজবা, গাঁদা, আমরুল, নীল গাছ, কাঠালের ছাল, মহুয়া ফুল, এমনকি কলাপাতা দিয়েও তৈরি হয় এই রঙ। সিদ্ধ ও শুকানোর পর রঙিন বেতিগুলো কাঠ বা বাঁশের ফ্রেমে হাতে বোনা হয়। একটির পর একটি বেতি নিপুণভাবে গেঁথে তৈরি হয় চেইন, গোলাপ, হীরা, ত্রিভুজ ও নানা জ্যামিতিক নকশা, যা কখনও কখনও হয়ে ওঠে গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

শীতলপাটি : ভুবনজয়ী এক প্রাকৃতিক শিল্পকম..... ৭ম পৃষ্ঠার পর

শীতলপাটি বুনন এক নারীকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা হিসেবেও বিবেচিত। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের নাথ সম্প্রদায়ের নারীরা রাত জেগে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে পাটি বুনন করেন। আঙুলে কাপড় পেঁচিয়ে পাতার বিভিন্ন স্তর থেকে তিন ধরনের বেতি; নেল, বুক্কা ও তন্তু, তৈরি করেন। পাটির গায়ে ফুটিয়ে তোলেন গ্রামীণ প্রেম, পালা-পার্বণ, প্রকৃতি আর জীবনের গল্প। দলবেঁধে লোকজ গান গেয়ে তাঁরা তৈরি করেন পাটি। গান ও বুননের এই যুগলবন্দি রূপ নেয় এক সামাজিক শিল্পে। এখনও সিলেটের বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ, রাজনগর ও জগন্নাথপুরসহ শতাধিক গ্রামে প্রায় চার হাজার পরিবার এই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

শীতলপাটির নামকরণেও রয়েছে বৈচিত্র্যতা সূক্ষতা, নকশা ও সময়ের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন। (১) 'সিকি' হলো সবচেয়ে মসৃণ ও সময়সাপেক্ষ পাটি, যার একটি বুনতে লাগে চার থেকে ছয় মাস। এমনকি লোকমুখে প্রচলিত আছে, সাপও এর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে না! (২) 'আধুলি' কিছুটা কম মসৃণ হলেও নকশা ও আকর্ষণে কম নয়-তিন-চার মাসে তৈরি হওয়া এই পাটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। (৩) 'টাকা পাটি' আকারে বড়, দৃষ্টিনন্দন ও টেকসই, যা সাধারণত অর্ডার অনুযায়ী তৈরি হয়, সময় লাগে ছয় মাসের বেশি। (৪) 'নয়নতারা' ও 'আসমানতারা' নামেও রয়েছে দৃষ্টিনন্দন নকশার পাটি। পাশাপাশি সাধারণ ব্যবহারের জন্য এক-দুই দিনে তৈরি হয় পাটি, যেগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা। দাম নির্ধারিত হয় মূলত বুননের সূক্ষতা, রঙ, কারুকার্য ও বেতির মান অনুযায়ী। শীতলপাটির মূল্য দুই হাজার টাকা থেকে, পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত রয়েছে।

মুর্তা-বেত দিয়ে বৈচিত্রময় পণ্য তৈরী:

বর্তমানে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আধুনিক বাজারেও নতুন মাত্রা পেয়েছে। শীতলপাটির পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে কুশন কভার, টেবিল ম্যাট, ফাইল কভার, ব্যাগ, ওয়ালম্যাট, যা শীতলপাটিকে দিয়েছে বহুমাত্রিকতা। মুর্তার বেত থেকে তৈরি এই নতুন পণ্যের বৈচিশিল্পে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। এই শিল্প আমাদের দেয় শীতলতা, নান্দনিকতা, আত্মপরিচয়ের স্বাদ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নজির। একে রক্ষা করা মানে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, নারীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষা করা। প্রতিটি বুননে যে ঘ্রাণ মিশে আছে, তা শুধুই মাটির নয়, তা আমাদের পূর্বপুরুষদের শিল্পস্পর্শ, সাহচর্য এবং সৃজনশীলতার বহমান উত্তরাধিকার। শীতলপাটি তাই কেবল একটি কারিগরি পণ্য নয়, এটি এক জীবন্ত শিল্প, যার প্রতিটি বাঁকে মেলে বাঙালির আত্মার আয়না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

একসময়কার গ্রামীণ উঠোনে ব্যবহৃত এই পাটি আজ ইউরোপ-আমেরিকার ড্রইংরুমে Handcrafted Natural Mats হিসেবে জনপ্রিয়। কারণ এটি বিশুদ্ধ পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও দৃষ্টিনন্দন পণ্য। বর্তমানে জাপান, জার্মানি, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ বহু দেশে শীতলপাটি রপ্তানি হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রায় ১৫ কোটি টাকার শীতলপাটি বিদেশে রপ্তানি হয়।

শীতলপাটির ঐতিহাসিক মাহাত্মও অপরিসীম। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামের তৈরি শীতলপাটি একসময় জায়গা করে নিয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজসভায়। মৌলভীবাজারের দাসের বাজার থেকে তৈরি রূপালি বেতের কারুকাজখচিত শীতলপাটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়েছিলেন বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট সফরে গিয়ে এই পাটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর লেখায়ও উঠে এসেছে শীতলপাটির নান্দনিকতা।এবং শান্তিনিকেতনে ব্যবহারের জন্য সেগুলো কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতার কারুশিল্প প্রদর্শনীতেও বালাগঞ্জের শিবরাম দাস স্বর্ণপদক পান। ১৯৯১ সালে ইতালির রোমেও বাংলাদেশি কারিগররা জয় লাভ করেন। বালাগঞ্জের মনিদ্র নাথের পাটি আজও বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। এই শিল্পের সাথে জড়িত থেকে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শীতলপাটি পেয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অমূল্য স্বীকৃতি। ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিলেটের শীতলপাটিকে Intangible Cultural Heritage of Humanity ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনে পাটিগাছের তৈরি শীতলপাটিকে তুলে ধরেন সিলেটের দুই প্রখ্যাত পাটিয়াল গীতেশ চন্দ্র দাশ ও হরেন্দ্র কুমার দাশ। এটি বাউল সংগীত, জামদানী ও মঙ্গল শোভাযাত্রার পাশে স্থান করে নেয়। ২০২৩ সালে বিএসটিআই এই পাটিকে মানসম্পন্ন পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়ায়। বর্তমানে অনলাইনে বিসিক ই-শপসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় শীতলপাটি।

◢ বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন

শীতলপাটি : ভুবনজয়ী এক প্রাকৃতিক শিল্পকম..... ৮ম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য;

শীতলপাটি কেবল ঐতিহ্যবাহী নয়, এটি অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। প্রাকৃতিক তন্তু ও রঙ ব্যবহারের কারণে এটি মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য একেবারে নিরাপদ। গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশের জন্য এটি এক অসাধারণ সমাধান, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত পণ্যের বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। একসময় গ্রামীণ বাড়ীগুলোর চারপাশ ঘেরা, পুকুরপাড় বা বাড়ির আঙিনার মাটি ক্ষয়রোধ, পরিবারের সারাবছরের পাটি ও জায়নামাজ (নামাজের মসল্লা) তৈরির জন্য গৃহস্থরা পাটিগাছ লাগিয়ে রাখতো।

পাটিগাছ আশেপাশের পরিবেশ ঠান্ডা রাখে। দেখা যায়, প্রচন্ড গরমেও পাটি গাছের ঝাড়ের পাশে দাঁড়ালে শরীরে হিমেল পরশ লাগে। পাটিপাতা ঘন ঝোপে রূপ নেয়, যার মধ্যে জন্ম নেয় বিভিন্ন ধরণের লতাগুল্ম। এই ঝোপে নানা পাখি ও প্রাণীর নিরাপদ আবাস গড়ে ওঠে। জাংঝাড় বা মুর্তাবন কেবল পরিবেশ শীতল করে না, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুকুরপাড় বা বদ্ধ জলাশয়ের ধারে জন্মানো এই শীতল ছায়ার বন থেকে সকালে, দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় বেরিয়ে আসে বিরহী ডাহুক, যার "কুয়াক... কুয়াক্" ডাক গ্রামের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয়। কখনও "পুত... পুত" শব্দ তুলে শোকের সুরে মাতম তোলে লালচোখের হাড়িকুরি বা কানকুয়া। এছাড়াও এখানে টুনটুনি, ঘুঘু, নানা প্রজাতির সরীসৃপ, ব্যাঙ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় গড়ে ওঠে। এ ধরনের মুর্তাবন বা জাংঝাড় শুধু জীববৈচিত্রের নয়, মাটির ক্ষয়রোধ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং বাতাস বিশুদ্ধ রাখার দিক থেকেও অপরিহার্য।

শীতলপাটি ও মুর্তাচাষঃ চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও প্রতিকার;

বাংলার ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি শিল্প আজ অস্তিত্বের সংকটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জলাভূমি, হাওড়-বাঁওড় এবং প্রাকৃতিক মুর্তা বন হ্রাস পাচ্ছে, যা এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল সংকটের অন্যতম কারণ। অপরদিকে, বাজারে প্লাস্টিক ও সিনথেটিক পণ্যের সহজলভ্যতা এবং কম দাম প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব শীতলপাটিকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

অথচ, শীতলপাটি শুধুই একটি ঘর সাজানোর উপকরণ নয়। এটি শতভাগ জৈব, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই। এমনকি এটি শীতপ্রধান দেশেও ব্যবহার উপযোগী এক অনন্য হস্তশিল্প। আন্তর্জাতিকভাবে এই পণ্যের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ প্রায় ১৫ কোটি টাকার শীতলপাটি রপ্তানি করেছে, যা এই শিল্পের বৈশ্বিক সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

শীতলপাটির প্রাণ হলো মুর্তা গাছ, যা সাধারণত জলাভূমি ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে জন্মে। একসময় বাড়ির পেছনের পুকুরপাড় কিংবা গ্রামের বিল জলাশয়ে সহজেই দেখা মিলতো মুর্তার ঝোপের। এখন তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। প্রাকৃতিক উৎসের এই ধ্বংস কাঁচামাল সংকটকে দিন দিন প্রকট করছে। এখন সময় এসেছে পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্যিক মুর্তাচাষ শুরু করার। প্রয়োজন কৃষিভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার- যার মাধ্যমে জলাভূমি সংরক্ষণ, উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন উদ্ভাবনী পণ্য তৈরির ব্যবস্থাপনা থাকবে।

এখানে কেবল শীতলপাটিই নয়, বরং মুর্তা দিয়ে উন্নতমানের কাগজ, হস্তনির্মিত হোম ডেকর, ডেকোরেটিভ হ্যান্ডিক্রাফট, পরিবেশবান্ধব ব্যাগসহ আরও বহু পণ্য তৈরি সম্ভব। গবেষণার মাধ্যমে এসব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও ভিয়েতনাম ইতোমধ্যে এ খাতে চমৎকার উদ্ভাবনী ও ব্যবসায়িক মডেল গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা, এনজিও, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে এই শিল্প আবারও নতুন জীবন পেতে পারে।

শুধু আর্থিক নয়, পরিবেশগত দিক থেকেও মুর্তাচাষ জলাভূমির ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, এই শিল্প গ্রামীণ নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথও খুলে দেয়। বিশ্বব্যাপী যেখানে কার্বন নিঃসরণ কমানো, পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের আহ্বান তীব্রতর হচ্ছে, সেখানে শীতলপাটি শিল্প হতে পারে এক সময়োপযোগী টেকসই সমাধান।

তাই শীতলপাটি ও মুর্তাচাষকে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ধারণার আওতায় এনে সরকার, এনজিও, আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা ও কর্পোরেট খাতের যৌথ অংশীদারিত্বে একটি দীর্ঘমেয়াদি, টেকসই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের উৎসাহিত করা, দেশব্যাপী সচেতনতা তৈরি করা এবং বৈশ্বিক বাজারে নতুন সুযোগের সন্ধান করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শীতলপাটিঃ ঐতিহ্য, শিল্প ও সম্ভাবনার প্রতীক;

শীতলপাটি কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প নয়, এটি বাঙালির জল-মাটি-আলোর প্রাণের গল্প। প্রতিটি পাটির বুননে থাকে গ্রামের ঘ্রাণ, নদীর স্রোত আর এক নিখুঁত কারিগরের মমতাময় পরিশ্রম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই শিল্পের সৌন্দর্যকে অনুপম ভাষায় তুলে ধরেছিলেন:

"চন্দনেরি গন্ধভরা / শীতল করা, ক্লান্তি-হরা /
যেখানে তার অঙ্গ রাখি / সেখানটিতেই শীতল পাটি।"

শীতলপাটি শুধু একটি হস্তশিল্প নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ, আমাদের শিকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এই শিল্পকে কেবল সংরক্ষণ করলেই চলবে না, একে সম্মান করতে হবে, উদযাপন করতে হবে। এখনই সময় এসেছে শীতলপাটিকে বাংলার প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের কাছে ফিরে আনার। এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে শুধু অতীতের গৌরব হিসেবে নয়, বর্তমানের আয়ের উৎস এবং ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়নের একটি শক্তিশালী অংশ হিসেবে ভাবতে হবে। শীতলপাটির মান, শৈল্পিকতা ও পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এটিকে আমাদের নতুন রপ্তানি পণ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। যা একদিকে পরিবেশ রক্ষা করবে, অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে একটি নতুন আত্মপরিচয় গঠনে সহায়তা করবে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সম্মাননা

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ৭ অক্টোবর সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শিশু একাডেমীর পক্ষ থেকে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করেন চট্টগ্রাম জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. মোছলেহ উদ্দিন। এ সময় শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

শিক্ষার্থীদের চোখের যত্নে ও সৃজনশীলতার বিকাশে গর্বিত উদ্যোগ

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে চক্ষু পরীক্ষা, চিত্রাঙ্কন ও পুরস্কার বিতরণ

চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়ীতে অবস্থিত ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে শিক্ষার্থীদের চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে অনুষ্ঠিত হলো এক হৃদয়গ্রাহী ও অর্থবহ আয়োজন। ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল চক্ষু পরীক্ষা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট-এর উদ্যোগে এবং ঘাসফুল-এর সহায়তায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন ইয়াসমিন আহমেদ শোভা। আরও উপস্থিত ছিলেন আইপিপি লায়ন আবেদা বেগম, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আ.ন.ম. বোরহান উদ্দিন, রিজিওনাল চেয়ারপার্সন লায়ন পারভীন মাহমুদ এফসিএ, পিএমজেএফ এবং লায়ন সোহেলা মাহমুদ।

ভালো দেখার জন্য ভালোবাসার ছোঁয়া! লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট-এর উদ্যোগে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ২১০ জন শিক্ষার্থীর চোখের আলো পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি "লায়ন্স অসীম শান্তি" বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা তাদের কল্পনা ও শিল্প প্রতিভার ঝলক দেখায়। সুমাইয়া তাহছিন, জোখরাফ সারিকা এবং নুসরাত জাহান পায়েল তাদের অসাধারণ চিত্রকর্মের জন্য যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে। তাদের শিল্পশৈলীতে ছড়িয়ে দেন আশার আলোকরেখা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ ও স্কুল কমিটির সদস্য কবিতা বড়ুয়া এবং চিত্রশিল্পী সামিনা নাফিজ। অনুষ্ঠানের প্রথমপর্বে, পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও পরাণ রহমান স্কুলের ২১০ জন শিক্ষার্থী'র চক্ষু পরীক্ষা করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের চোখের সুস্থতা নিশ্চিত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এরপর অনুষ্ঠিত হয় "লায়ন্স অসীম শান্তি" বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের কল্পনা ও সৃজনশীলতার ছাপ রেখে দেয় রঙ ও তুলির চিত্রে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় ৬ষ্ঠশ্রেণির সুমাইয়া তাহছিন, দ্বিতীয় স্থানে ৭মশ্রেণির জোখরাফ সারিকা এবং তৃতীয় স্থানে ৬ষ্ঠশ্রেণির নুসরাত জাহান পায়েল।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা। বক্তারা এমন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "শিশুদের স্বাস্থ্য এবং সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য আমাদের এ ধরনের উদ্যোগ চলমান থাকবে। আজকের এই শিশুদের সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতা তৈরির মাধ্যমে গড়ে উঠবে আগামী দিনের উন্নত সমাজ।" এমন উদ্যোগ শুধু শিক্ষার্থীদের চোখের আলোই নয়, তাদের ভবিষ্যতের পথও আলোকিত করবে।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ই ডিসেম্বর, বাংলাদেশের গৌরবের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে নানা আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়।

এরপর শিক্ষার্থীরা প্যারেডে অংশগ্রহণ করে, যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও শৃঙ্খলার মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। আয়োজিত আলোচনা সভায় বিজয় দিবসের গুরুত্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের ত্যাগ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে কথা বলেন শিক্ষকবৃন্দ।

চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও জ্ঞান প্রদর্শন করে, যেখানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরও গভীরভাবে প্রোথিত করে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নিয়মিত শিক্ষা ও সৃজনশীল কার্যক্রম

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ীতে অবস্থিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত শিক্ষা ও সৃজনশীল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দের নিবিড় তত্ত্বাবধানে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী গান, নাচ, চিত্রাঙ্কন, সচেতনতামূলক ক্লাস ও অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ফলোআপ কার্যক্রমও পরিচালিত হয়েছে, যাতে তাদের শিক্ষা অব্যাহত থাকে এবং মান উন্নত হয়। গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯০%।

বিজয় দিবসে ঘাসফুল'র শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান বিজয় দিবস ও দেশের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঘাসফুল'র কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচি'র শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সুপার-ভাইজারগণ সকাল ৮:০০টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে দেশের জন্য লড়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় এ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ঝরে পরা এ কোমলমতি শিক্ষার্থীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্য শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত ও আনন্দিত।

সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেনএডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত দুইমাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ২০টি সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি বলেন,"এ প্রোগ্রামের শিক্ষক ও প্রোগ্রাম সুপারভাইজার অক্লান্ত পরিশ্রম করে এলাকার ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলো দিয়ে সমাজ, মানুষ ও দেশকে আলোকিত করছে। সে জন্য আমরা ঘাসফুল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় শিক্ষকদের নিয়মিত রিফ্রেশার্স ট্রেনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মানোন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গত তিনমাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে সংস্থার ঢাকা অফিসে তিনটি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম মো. মোশারফ হোসেন।

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচির অভিভাবক সভা সম্পন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোমলমতি শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি'র আওতায় ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ঘাসফুল নবীনগর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পসহ মোট ২০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের ইউপিএম মোশাররফ হোসেন, ঘাসফুলের প্রোগ্রাম সুপারভাইজার মুমতাজ সুলতানা মুমু, ছালেহা বেগমসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যরা। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ সভায় আলোচনা করা হয়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ গবাদিপশুদের জন্য ঘাসফুলের চিকিৎসা ক্যাম্প

সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ফেনীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-এর উদ্যোগে একাধিক পশু চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। বন্যার ক্ষতির পরে গবাদিপশুর যত্ন ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা এখন সময়োপযোগী এবং জরুরি একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় সংক্রমণ, খাদ্য সংকট ও পরিবেশগত চাপের কারণে গরু, ছাগলসহ অন্যান্য পশুর মাঝে দেখা দেয় নানা রোগব্যাধি ও দুর্বলতা। এসব পশুর চিকিৎসা না হলে শুধু প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতিই নয়, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জীবন ও জীবিকাও আরও সংকটে পড়তে পারে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই ঘাসফুল এই চিকিৎসা উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর মাসে কুমিল্লার মিয়াবাজারে ৫ অক্টোবর, চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কচুখাইনে ৯ অক্টোবর, হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে ১৫ অক্টোবর এবং গুমানমদ্দন ইউনিয়নে ২০ অক্টোবর চারটি চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয় ৫৩৫টি গবাদিপ্রাণিকে। এর মধ্যে ছিল:

- **কুমিল্লার মিয়াবাজারে: ১৫টি গরু, ৪টি ছাগল, প্রায় ১০০টি হাঁস-মুরগি।**
- **এবং কচুখাইনে: ১৫টি গরু, ১৩টি ছাগল, ৩৪টি হাঁস, ৪৭টি মুরগি, ১৮টি কবুতর ও ৫টি খরগোশ।**
- **চট্টগ্রামে হাটহাজারীর সরকারহাটে: ১১৭টি গরু ও ২৭টি ছাগল।**
- **গুমানমদ্দনে: ৫২টি গরু, ১৩টি ছাগল এবং ৭৫টি মুরগি।**

বন্যা পরবর্তী সময়ে ঘাসফুল ফেনী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার ছয়টি উপজেলার ১২টি শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করেছে ২৪টি পশু চিকিৎসা ক্যাম্প। এই উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর জীবিকা পুনরুদ্ধারে বড় ভূমিকা রাখছে। ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ১৫০০টি গবাদিপ্রাণী এবং প্রায় ৮০০টি হাঁস-মুরগী ও কবুতরের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষুধ বিতরণ করা হয়।

বন্যার্ত এলাকায় প্রাণিসম্পদ রক্ষা শুধু ক্ষতিগ্রস্থদের অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, বরং একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনিবার্য ধাপ। ঘাসফুলের এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতেও উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বন্যাক্রান্তদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাসফুলের বিশেষ স্যাটেলাইট ক্লিনিক

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বন্যার্ত মানুষের চিকিৎসাসেবায় মেখল, ছিপাতলী, ধলই, সরকারহাট ও নজুমিয়াহাট এলাকায় পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত হয় পাঁচটি বিশেষ স্যাটেলাইট ক্লিনিক - যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য এক আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ হয়ে ওঠে।

প্রথম স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয় ১৫ অক্টোবর মেখল ইউনিয়নে। পরবর্তী দিনগুলোতে ১৬ অক্টোবর ছিপাতলী, ১৭ অক্টোবর ধলই, ২১ অক্টোবর সরকারহাট এবং ২২ অক্টোবর নজুমিয়াহাটে দিনব্যাপী এই স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি জায়গাতেই মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এসব ক্যাম্পে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, ঘাসফুলের সমৃদ্ধি প্রকল্প ও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির কর্মকর্তারা সরাসরি উপস্থিত থেকে পুরো কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

হাটহাজারীতে অনুষ্ঠিত পাঁচটি ক্যাম্পে মোট ৩৭৭ জন বন্যাদুর্গত রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণ করেন। মেখলে চিকিৎসা পান ৬৩ জন, ছিপাতলীতে ১০১ জন, ধলইতে ৮৭ জন, সরকারহাটে ৬৫ জন এবং নজুমিয়াহাটে ৬১ জন রোগী। প্রতিটি ক্লিনিকে সাধারণ জ্বর, সর্দি-কাশি, পানিবাহিত রোগ, চর্মরোগ, ডায়রিয়া এবং মানসিক চাপে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি দেওয়া হয় সচেতনতামূলক পরামর্শ ও পরবর্তী করণীয় নির্দেশনা।

স্থানীয় অধিবাসিদের অনেকেই জানালেন, বন্যার ক্ষতির পর অসুস্থ হয়ে পড়লেও চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঘাসফুল তাদের কাছে শুধু চিকিৎসা নয়, আশার আলো নিয়ে এসেছে। ঘরের পাশে এসে চিকিৎসা পাওয়া যেন তাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "বাচ্চার জ্বর নিয়ে কোথাও যেতে পারছিলাম না, কিন্তু ঘাসফুলের ডাক্তার নিজের হাতে ওষুধ দিয়ে গেলেন। এই সাহায্য আমরা মনে রাখব।"

এই উদ্যোগ শুধু তাৎক্ষণিক সেবা নয়, বরং ঘাসফুলের একটি সুদূরপ্রসারী মানবিক চেতনার প্রতিফলন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জীবনে দ্রুত স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে স্বাস্থ্যসেবা একটি অপরিহার্য উপাদান। ঘাসফুল এই প্রয়োজনটি সঠিকভাবে বুঝে সময়মতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রশংসিত উদ্যোগ প্রমাণ করে, একটুকু সহানুভূতি ও কার্যকর পরিকল্পনা দিয়েই হাজারো মানুষের জীবনে আনা যায় পরিবর্তন। ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগ পরিস্থিতিতেও ঘাসফুল আরও সংগঠিতভাবে মানুষের পাশে থাকবে এমন প্রত্যাশা সকলের।

জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০২৪ উপলক্ষে হাটহাজারীতে বিশেষ হাত ধোয়া ক্যাম্পেইন

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০২৪ এবং ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে ০৯ অক্টোবর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে এক বিশেষ হাত ধোয়া ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যসহ স্থানীয় কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। তাদের হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম শেখানোর পাশাপাশি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে হাত ধোয়ার সঠিক অভ্যাস গড়ে তুলে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। হাত ধোয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন এরিয়া ম্যানেজার মো. নাজিম উদ্দিন এবং শাখা ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

৩৩তম আন্তর্জাতিক ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন

সমাজসেবা অধিদফতর, চট্টগ্রাম ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহের সমন্বয়ে ৩ ডিসেম্বর ৩৩তম আন্তর্জাতিক ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস প্রাঙ্গনে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি'র আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ।' বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দের।

নওগাঁতে শীতকালীন পিঠা উৎসব

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আয়োজনে নিয়ামতপুর, নওগাঁতে এক মনোজ্ঞ শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত এই উৎসবে বাহারি পিঠা প্রদর্শনী ও আপ্যায়নের মাধ্যমে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানটি সবার মাঝে আনন্দ ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।

রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) সংবাদ

ঘাসফুল রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফর্মেশন প্রজেক্টের (আরএমটিপি) অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা সভা

নওগাঁয় ঘাসফুল মহাদেবপুর শাখা অফিসে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন সংস্থার আরএমটিপি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিপি'র সহকারী পরিচালক জনাব কেএমজি রাব্বানী বসুনিয়া।

সভায় প্রকল্প ও শাখার সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব রাব্বানি শাখার সন্তোষজনক সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "সংস্থাকে নিজের মনে করে সুনাম রক্ষার্থে সকল কর্মকর্তাকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।" এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ উদ্যোক্তাকে আর্থিক প্রণোদনা:
ঘাসফুল আরএমটিপি উপ-প্রকল্পে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন

নিরাপদ পোলট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়নে দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঘাসফুল। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ইফাদ এবং ডেনমার্ক দূতাবাসের যৌথ সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুলের "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ" (আরএমটিপি) উপ-প্রকল্পের আওতায় গত ১১ নভেম্বর, সোমবার নওগাঁয় ঘাসফুল, মহাদেবপুর শাখায় এক তরুণ উদ্যোক্তাকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

এদিন উপজেলার নাটশাল এলাকার খ্যাতনামা পোলট্রি উদ্যোক্তা মো. আরিফুল ইসলামকে তার ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ ও নিরাপদ পোল্ট্রি খাতে অবদানকে উৎসাহিত করতে ১,৫০,০০০ (দেড় লক্ষ) টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়। তিনি নাটশাল পোল্ট্রি কমপ্লেক্স ও হ্যাচারির স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত। তার ব্যবসা পদ্ধতিতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রি উৎপাদন নিশ্চিত করার প্রতি রয়েছে বিশেষ মনোযোগ।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (এসডিপি) কেএমজি রাব্বানি বসুনিয়া-সহ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে জানান, আরিফুলের মতো সফল উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান শুধু তার নিজস্ব ব্যবসায়িক বিকাশেই নয়, বরং স্থানীয় অর্থনীতি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তার সাফল্য তরুণ সমাজকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

উল্লেখ্য ঘাসফুলের আরএমটিপি উপ-প্রকল্প পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলা; নওগাঁ সদর, মান্দা, মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও বদলগাছিতে নিরাপদ হাঁস-মুরগি পালন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা এবং প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

এই অনুদান শুধুমাত্র একক কোনো সহায়তা নয়, বরং এটি একটি বৃহৎ উন্নয়ন দর্শনের অংশ, যেখানে তরুণ উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ঘাসফুলের এধরণের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ভবিষ্যতে নিরাপদ পোল্ট্রি খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

নওগাঁয় পোল্ট্রি বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ

নওগাঁয় পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নে প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উন্নততর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন আরএম-টিপি (পোল্ট্রি) উপ-প্রকল্পের আওতায় ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মহাদেবপুর উপজেলার দুলালপাড়া এবং নওগাঁ সদর উপজেলার মকমলপুর গ্রামে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পোল্ট্রি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, খামারের কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য বাজারজাতকরণের উন্নত কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেন। নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটানো ছিল এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য।

উদ্যোগটি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে "বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস" উদযাপন

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে ১৫ অক্টোবর, চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় ঘাসফুল, বারইয়ারহাট শাখার উদ্যোগে স্থানীয় রসুলপুর গ্রামে BD Rural Wash For HCD প্রকল্পের আওতায় একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'পরিচ্ছন্ন হাত কেন এখনো গুরুত্বপূর্ণ?' সভায় নিরাপদ হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত স্থানীয় নারী-পুরুষদের এ বিষয়ে আরও সচেতনতা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়।

এক-ই দিন চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল, গুমানমর্দ্দন শাখার উদ্যোগে BD Rural Wash For HCD প্রকল্পের আওতায় একটি সচেতনতামূলক র‌্যালি ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গৃহিণী, ও শিশুদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। সভায় বক্তারা নিরাপদ হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরিয়া ম্যানেজার মো. নাজিম উদ্দিন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এলাকাবাসীকে সরাসরি হাত ধোয়ার পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি, উপস্থিতদেরকে আহবান জানানো হয় যেন তারা পাড়ার অন্যান্যদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করে তোলে। ঘাসফুল-এর গুমানমরদ্দন শাখার (কোড-৩৮) উদ্যোগে সচেতনতামূলক আয়োজনটি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পৃথক বাণীতে স্যানিটেশন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসের সূচনা ২০০৮ সালে সুইডেনে, যা আজ সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য সচেতনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদযাপন হিসেবে পরিগণিত হয়।

হাটহাজারীতে স্যানিটেশন কার্যক্রম প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

ঘাসফুলের আয়োজনে এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন "BD Rural Wash for HCD" প্রকল্পের আওতায় গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ হলরুমে একটি স্যানিটেশন কার্যক্রম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে হাটহাজারী উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী ১০টি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে মোট ২৪ জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর আইভিসি ইলিয়াস সিরাজী এবং ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক এতে উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল ঘাসফুল, মমতা, প্রত্যাশী, বীজ, উদ্দীপন, আইডিএফ, পদক্ষেপ, ড্যাম ফাউন্ডেশন, ইপসা, এবং পেইজ।

স্যানিটেশন কার্যক্রমে সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইপসার একটি শাখা ২০৫টি স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রথম স্থান অর্জন করে। ঘাসফুলের সাতটি শাখায় মোট ৬১৪টি স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মমতার পাঁচটি শাখায় ১৭৯টি স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সেরা পারফর্মারদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়, যা অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর কর্মোদ্দীপনা ও উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

খরা মোকাবেলায় অভিযোজন: ঘাসফুলের ECCCP-Drought প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ

নওগাঁর নিয়ামতপুরে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সভা, প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণ ও পুনঃখননের কার্যক্রম জোরদার

বরেন্দ্রভূমি- একটা সময় এই ভূখন্ড ছিল উর্বর, নদীঘেরা ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে প্রকৃতির স্বভাব। এই অঞ্চলের মাটি এখন চৌচির, নদীর জলধারা শুকিয়ে গেছে, আর বৃষ্টির নির্ভরতা আজ কেবল এক স্মৃতি। উত্তরের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁর কিছু অংশজুড়ে বিস্তৃত এই বরেন্দ্র এলাকা এখন দেশের সবচেয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চলের একটি। জলবায়ু পরিবর্তনের দাপটে বার্ষিক বৃষ্টিপাত এখানে ১২০০ মি.মি.-এর নিচে নেমে এসেছে, যেখানে দেশের গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০০০ মি.মি.। গ্রাউন্ড ওয়াটার বা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর গত ১৫ বছরে ৫ মিটার পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে। জমিতে ফাটল ধরেছে, আর কৃষকরা পড়েছেন দিশাহারা।

এ ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর যৌথ সহায়তায় শুরু হয় ECCCP–Drought প্রকল্প। সহযোগি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ০১ এপ্রিল তারিখে এ প্রকল্পের নির্ধারিত একটি এলাকায় বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেয় ঘাসফুল। প্রকল্পটি বর্তমানে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ২৪টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রায় ১,১১০টি পরিবার প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী।

ক্লাইমেটচেঞ্জ অ্যাডাপশান গ্রুপের মাসিক সভা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের (GCF) সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought)" এর আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় মোট ২৪টি গ্রুপের মধ্যে ৪৮টি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন গ্রুপ (CCAG) মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলোতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টেকসই কৃষি পদ্ধতি ও খরা সহনশীল কৃষি কৌশল, ফসল চাষে AWD (অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রায়িং) প্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন, খরার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন, নির্বাচিত কমিউনিটির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ, অতিরিক্ত পানিনির্ভর ফসল চাষের প্রভাব, ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ও তার ওপর নির্ভরতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই মাসিক সভাগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সভা শেষে, উপস্থিত সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, তারা এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে নিজেদের কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন এবং খরার প্রভাব মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন।

প্রাক-কার্যক্রম পরিমাপের জন্য পুকুর ও খালের সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ ও গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত পুকুর ও খালের প্রাক-কার্যক্রম পরিমাপের জন্য সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণ এবং সরকারি জরিপকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পুকুর ও খালের সঠিক আইনগত সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। আলোচনায় স্থানীয় জনগণের মতামত, উপলব্ধি ও পরামর্শ যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যা প্রকল্প কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সফলভাবে পরামর্শ সভা ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তের পর, ECCCP-Drought প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত পুকুর ও খালের সীমানা লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর সহ-অর্থায়নে, ঘাসফুল ECCCP-Drought প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, হাজিনগর, ভাবিচা এবং চন্দননগর ইউনিয়নে খরা সহনশীল কৃষি চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বরেন্দ্র অঞ্চলসহ নওগাঁ, রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর আওতায় খরা-অভিযোজনক্ষম ফসল ও ফলজ/বনজ বৃক্ষরোপণ, পুকুর ও খাল পুনর্খনন, ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ এবং ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এই প্রকল্পটি খরা প্রবণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে আরও শক্তিশালী করবে।

CCAG প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন

পিকেএসএফ ও গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ এই ত্রৈমাসিকে মোট সাতটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ১৩৫ জন সিসিএজে সদস্য (৮৯ জন পুরুষ ও ৪৬ জন নারী) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য খরা প্রবণ অঞ্চলে কৃষকদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে সক্ষম হন।

প্রশিক্ষণগুলোতে খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফল চাষের কৌশল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন পদ্ধতি, দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক টেকসই সহনশীলতা গঠনের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এসব প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের আলোকিত করেন।

প্রশিক্ষণের প্রতি অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ শেষে বলেন, "এই প্রশিক্ষণে এসে অনেক কিছু শিখেছি। এখন মনে হচ্ছে, আমি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের এলাকার জন্য কিছু ভালো কাজ করতে পারবো।"

নির্বাচিত উপকারভোগীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন

খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফল চাষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন "ECCCP-Drought" প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সিসিএজি সদস্যদের মধ্যে "সুফলন/বুনিয়াদ" ধরনের ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ১২১ জন কৃষকের মধ্যে ৬৩ জনকে খরা সহনশীল ফসল চাষের জন্য এবং ৫৮ জনকে খরা সহনশীল ফল চাষের জন্য মোট ৫০,০০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ টাকা) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার পথ আরও সুগম হলো।

পুকুর পুনঃখননের কাজের জন্য দরপত্র খোলার অনুষ্ঠান সম্পন্ন

১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে, "ECCCP-Drought" প্রকল্পের আওতায় পুকুর ও খাল পুনঃখননের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, নওগাঁ জেলার প্রকল্প কার্যালয়ে, সরকারি "পাব্লিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ এবং ২০০৮"-এর বিধিমালা অনুযায়ী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এক দরপত্র খোলার (Tender opening) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক জনাব কে. এম. জি. রাব্বানী বসুনিয়া। এ সময় ঘাসফুল মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও উপস্থিত ছিলেন। এই দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রকল্প আওতাধীন পুকুর ও খালগুলোর পুনঃখনন প্রক্রিয়ার সূচনা হল। খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন করতে, খননকৃত এসব পুকুর ও খাল প্রকল্প এলাকায় পানির সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, ভূ-পৃষ্ঠের পানি ধরে রাখতে সহায়তা করবে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পতন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট চারটি পুকুর পুনঃখননের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্প সম্পর্কিত ওরিয়েন্টশন সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বব্যাংক এবং PKSF এর সহায়তায় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায়, ১৬ নভেম্বর, সাপাহার প্রকল্প শাখা অফিসে একটি ওরিয়েন্টশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের লক্ষ্য, প্রকল্পের গুরুত্ব বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা অবহিত হন। সভায় নওগাঁর আম চাষের গুরুত্ব, টেকসই কৃষি চর্চা এবং উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সচেতনতার অভাব এবং বাজারে প্রবেশের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির পরিচালক-অপারেশন জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পিএইচডি ফেলো জনাব আবু সালেহ মো. ইউসুফ আলী। তিনি হাই-ভ্যালু ক্রপস নিয়ে একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঘাসফুলের উপ-পরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু প্রকল্পের গুরুত্ব ও সংস্থার কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাকশন প্ল্যানের বিস্তারিত পরিচিতি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও সহকারী পরিচালক কেএমজি রাব্বানি বসুনিয়া।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) সাঈদুর রহমান খান, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ শরীফ আহমেদ। সভার সঞ্চালনায় ছিলেন Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের ব্যবস্থাপক কুদরত-ই-খোদা মো. নাসের। সভায় সংশ্লিষ্ট সাতটি মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির শাখার সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আকর্ষণীয় ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

পরিবেশ ক্লাবের মূল লক্ষ্যই হল Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্প এলাকার প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ফলচাষী ও প্রকল্প এলাকার সাধারন ফলচাষী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মাঝে পরিবেশ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ চর্চাসমূহ বিষয় অবহিত করা। প্রকল্প এলাকায় ৭টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে যেখানে গত ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ০২ টি পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভায় ৬০ জন অংশগ্রহনকারী উপস্থিত ছিল। সভাগুলোতে মূলত বর্তমান সময়ে ফলচাষ ও বাগান পরিচর্যায় করণীয় কর্মকান্ড সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাগান পরিচর্যায় যেকোন ধরণের রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে কমিয়ে জৈবসার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার বাড়াতে পরামর্শ দেয়া হয়। মাটির গুনগতমাণ বাড়াতে পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে বাগানে সাথী ফসল চাষ ও মালচিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাষীদের আহবান জানানো হয়। পাশাপাশি আম চাষের গুরুত্ব, বাংলাদেশের আমকে বিশ্ববাজারে ব্রান্ডিং করা, আম ব্যবসাকে বহুমুখীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বর্তমানে আমচাষীগণ আম উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসব বিষয়ে চাষীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থাকেন ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ নভেম্বর, সোমবার নওগাঁ জেলার সাপাহার শাখা অফিসে Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (এসডিপি) আওতাধীন এবং পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসডিপি'র সহকারী পরিচালক জনাব কেএমজি রাব্বানী বসুনিয়া। এ সময় এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিমসহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Ghashful-SMART-Fruits নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার এবং পত্নীতলা এই চারটি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাসফুল ফল চাষে টেকসই কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নওগাঁ জেলার কৃষি খাতে পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ড্রিপ ইরিগেশন ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য Model ME's নির্বাচন

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায় ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য মডেল ME's হিসাবে মো. আশিকুর রহমান, নিয়ামতপুর এবং মো. আশরাফুল ইসলাম, সাপাহার সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। নওগাঁ পানি স্বল্পতার প্রেক্ষাপটে ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা বিশেষ করে ফল চাষিদের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এবং মালচিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা। প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্যিক বাগানে ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমগুলি সাধারণ বৈদ্যুতক পাম্প বা সৌর পাম্প ব্যবহার করে স্থাপন করা হয়।

RECP চর্চার জন্য Basic ME's নির্বাচন

জলবায়ুর সহনশীল RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) চর্চার জন্য, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায়, বেসিক ME's হিসাবে এখন পর্যন্ত ৬ জন ফল চাষিকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ফার্ম এলাকায় ট্রাইকোডার্মা কম্পোস্ট-এর জন্য টিনের শেট তৈরি করা হয়েছে এবং বজ্র ব্যবস্থাপনার জন্য সিমেন্ট-এর একটি রিং স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করে ফল চাষিরা তাদের অপ্রয়োজনীয় ময়লা-আবর্জনা গুলোকে জৈব সারে রূপান্তর করতে পারবে ও প্লাস্টিক সহ অপচনশীল জিনিসসমূহ এই নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে পারবে। এছাড়াও বেসিক RECP চর্চা হিসেবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে যা থেকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব, যা পর্যায়ক্রমে বেসিক গড দের মাধ্যমে স্থাপন করা হবে।

ME দের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋন প্রদান

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায়, উচ্চ মূল্যের ফল (যেমন আম, ড্রাগন, পেয়ারা, জুজুবি, মাল্টা, স্ট্রবেরী) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অংশগ্রহনকারী ME চাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ বিতরণের শর্তাবলী অনুযায়ী, অগ্রসর স্মার্ট (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণের জন্য ৫১,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে, যার সার্ভিস চার্জ হবে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২৪%। সাধারণ সেবা স্মার্ট (CSL) ঋণের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঋণের সিলিং ১,০০,০০০/- থেকে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, ফুট প্রসেসিং ঋণের মেয়াদকাল সর্বাধিক ৩ বছর এবং গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস। এছাড়া, ফল নার্সারী, অর্গানিক ফার্টিলাইজার উৎপাদন এবং ইনপুট সাপ্লাইয়ার ঋণের জন্যও একই মেয়াদকাল ও সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য। এই ঋণ কৃষি খাতে উন্নয়ন এবং সাসটেইনেবিলিটি নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করবে। অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, ১৬৩ জন ME দের মোট ৩,৩৫,৬৮,০০০ টাকা অগ্রসর স্মার্ট (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণ, এবং ১ জন ME কে মোট ১০০০০০ টাকা সাধারণ সেবা স্মার্ট (CSL) ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘাসফুল SMART Fruits প্রকল্প: নওগাঁতে টেকসই কৃষি ও মাইক্রো-উদ্যোক্তাদের নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে **PKSF**-এর সহায়তায় ঘাসফুল ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে নওগাঁ জেলার- নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার ও পত্নীতলা উপজেলায় **Ghashful-SMART-Fruits Project** বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি "প্রোমোশন অব ভ্যালু অ্যাডেড ফ্রুটস্ প্রোডাক্টস ফর সাসটেইনেবল গ্রোথ এন্ড ইনস্টিটিউটিং আরইসিপি প্রাকটিসেস" শীর্ষক কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন এবং মাইক্রো-উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

- পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ও ভালো কৃষি অনুশীলন (GAP) বাস্তবায়ন।
- জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তির সংযোজন।
- উচ্চমূল্যের ফলের প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কার্যক্রম বৃদ্ধি।
- মাইক্রো-উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি।
- কৃষি খাতে বৃত্তাকার অর্থনৈতিক মডেলের প্রচলন।

পরিশেষে বলা যায় **Ghashful-SMART-Fruits Project**-এর মাধ্যমে ঘাসফুল নওগাঁ জেলার কৃষিখাতকে আরও উন্নত, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিচ্ছে। আশা করা যায় ঘাসফুলের এই উদ্যোগ নওগাঁর কৃষি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

ঘাসফুল প্রাইজ কর্মসূচি'র সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা;

তৃণমূলের নারী ও কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নে উজ্জ্বল দৃস্টান্ত

তৃণমূলের নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নিরলসভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ঘাসফুল প্রাইজ কর্মসূচির আওতায় ২০০ জন নারী শিক্ষার্থীর সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন। তিনি বলেন, "সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগে সহযোগী হিসেবে ঘাসফুলের ভূমিকা প্রশংসনীয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা নিজেদের কর্মদক্ষতায় সমাজের যোগ্য নাগরিক ও উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরে র উপপরিচালক মো. ফরিদুল আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক খোন্দকার জাকির হোসেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক শিপন চৌধুরী, ইউনিসেফ চট্টগ্রাম বিভাগের এডুকেশন অফিসার শেখ রকিবুল হাসান এবং ব্র্যাকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম মজুমদার।

বক্তারা বলেন, "নারীরা সমাজের বোঝা নয়; সুযোগ পেলে তারা দক্ষতার মাধ্যমে নিজেকে এবং সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে। কারিগরি শিক্ষা তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলবে।"

স্বাগত বক্তব্য দেন ব্র্যাক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো. মশিউর রহমান এবং ঘাসফুলের উপপরিচালক সাদিয়া রহমান।

সমাপনী বক্তব্যে ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, "এই কর্মসূচি তৃণমূলের নারী ও কিশোরীদের কর্মদক্ষতায় আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে। তারা তাদের দক্ষতা দিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে।"

অনুষ্ঠান শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়। এতে ঘাসফুল কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুলের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম ও প্রোগ্রাম সুপারভাইজার নিবেদিতা পাল।

ঘাসফুল প্রাইজ কর্মসূচি'র শিক্ষার্থীদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন

"নারী-কন্যার সুরক্ষা করি, সহিংসতামুক্ত বিশ্ব গড়ি" এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) "সিক্সটিন ডেজ ক্যাম্পেইন অন ভায়োলেন্স এগেইন্স ওমেন" দেশব্যাপী বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারের অংশ হিসেবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঘাসসফুল প্রাইজ প্রকল্পের আওতায় ২৫ নভেম্বর থেকে চট্টগ্রাম নগরীরর অক্সিজেন ও ফিরোজশাহ এলাকায় শুরু হয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা-নির্যাতন বন্ধে প্রচারাভিযান। প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা কেক কেটে "সিক্সটিন ডেজ ক্যাম্পেইন অন ভায়োলেন্স এগেইন্স ওমেন" উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী এনামুল হাসান, ঘাসফুল এসডিপি'র সহকারী পরিচালক কেএমজি রব্বানী বসুনিয়া, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম এবং প্রোগ্রাম অফিসার মোশফেকা খানম জেবা ও তানজিনা ইসলামসহ প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা।

ব্র্যাক আইএসডি-তে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের চকবাজারস্থ ব্র্যাক আইএসডি-তে (ইন্সটিটিউট অব স্কীলস ডেভেলপমেন্ট) ১৭ অক্টোবর প্রাইজ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের সাথে ব্র্যাকের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর- স্কীলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম তাসমিয়া তাবাস্সুম রহমান। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক স্কীলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের বিভাগীয় কর্মকর্তা মশিউর রহমান এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিটের (পিসিইউ) ডেপুটি ম্যানেজার শরীফ আহমেদ নাঈম। ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান ও প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। তারা ঘাসফুলের আওতায় প্রাইজ প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে মতবিনিময় করেন।

ব্র্যাক ডিভিশনাল ম্যানেজার কর্তৃক দোকান পরিদর্শন

১০ নভেম্বর ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাইজ প্রকল্পের পাহাড়তলী শাখায় বিএসএফ ট্রেডে অধ্যায়নরত একজন ৩য় লিঙ্গের শিক্ষার্থীর দোকান পরিদর্শন করেন BRAC (SDP) ডিভিশনাল ম্যানেজার জনাব মশিউর রহমান, সেইফগার্ডিং ম্যানেজার সোনিয়া বিনতে সরোয়ার, এস এস জনাব আব্দুল গণি, ও আয়েশা ছিদ্দিকা এবং উক্ত প্রকল্পের ফোকাল সিরাজুল ইসলাম।

সিএসএলবি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাইজ প্রকল্পের ৩য় সিএসএলবি ওয়ার্কশপ চট্টগ্রাম বিএলসি-তে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ক শপ পরিচালনায় ছিলেন BRAC SDP প্রোগ্রামের ডিভিশনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, এনজিও ফোকাল গণ।

লিংকেজ মিটিং ও বাজার কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর কর্নেল হাট, পাহাড়তলী, অক্সিজেন এলাকা, এবং আনোয়ারা ও সীতাকুণ্ড উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ঘাসফুল PRISE প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর মাসে প্রকল্প এলাকায় লিংকেজ মিটিং ও টাকা বিতরণ কার্যক্রম এবং বাজার কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। লিংকেজ মিটিং মিটিং এ ব্র্যাক এসডিপি- এর জেলা ব্যবস্থাপক তনুজ হালদার টার্গেট অনুযায়ী কাজ শেখানো, দুর্বল শিক্ষার্থীদের গুরূত্ব দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। বাজার কমিটির মিটিং এর আলোচ্য বিষয় ছিল নারীদের কাজের সময় নির্ধারণ, উপযুক্ত বেতন, কর্মস্থল নিরাপত্তা সহ বিবিধ বিষয়। উক্ত সভায় বাজার কমিটির সদস্য সহ দোকান মালিক গণ উপস্থিত ছিলেন।

অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত

ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PRISE প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে প্রকল্প এলাকায় ১২টি পাড়া ভিত্তিক অভিভাবক সভা এবং পুরুষ অভিভাবকের অংশগ্রহনে ৪টি পুরুষ অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা পরিচালনা করেন ব্র্যাক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর কর্মকর্তা এস এস জনাব মোঃ আবদুল গনি।

মূল্যায়ন পরীক্ষা সম্পন্ন

সেপ্টেম্বর মাসে, ঘাসফুল PRISE সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যবার্ষিকী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ট্রেডের টিটি গণ এমসিকিউ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে টিটি মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করেন। অক্টোবর মাসে, সফট স্কীল ক্লাসের সমাপ্তির পর পিএল ক্লাসের মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর কর্নেল হাট, পাহাড়তলী, অক্সিজেন এলাকা, এবং আনোয়ারা ও সীতাকুণ্ড উপজেলার অধীনে প্রকল্প এলাকার প্রত্যেক দোকানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দোকান পরিবর্তন করে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় নারীদের অগ্রযাত্রা

ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করতে আসেন ব্র্যাক স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের এরিয়া ম্যানেজার মোঃ খালেদ মাহমুদ, ডিএম তনুজ হালদার এবং প্রকল্পের কর্মকর্তারা। প্রশিক্ষণকেন্দ্র দোকানে প্রশিক্ষণার্থী তরুণীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে মুখরিত। তাদের চোখে-মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আর হাতে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কলাকৌশল শেখার দৃঢ় সংকল্প।

প্রশিক্ষণার্থীরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শিখছে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের খুঁটিনাটি, যা একসময় শুধু পুরুষদের পেশা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের এই উদ্যোগ, নারীদের মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় যুক্ত করে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পরিদর্শকরা যখন তাদের সাথে কথা বলেন, তখন প্রশিক্ষণার্থীদের মুখে আত্মবিশ্বাসের ঝিলিক স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ঘাসফুল প্রাইজ প্রকল্পের এই উদ্যোগ চট্টগ্রামের তরুণীদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মোবাইল সার্ভিসিংয়ের মতো প্রযুক্তিনির্ভর পেশায় নারীদের যুক্ত করে প্রাইজ প্রকল্প একটি নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে। তারা শুধু নিজেদের জীবনের মান উন্নত করছে না, বরং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। নারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে এই উদ্যোগটি সত্যিই অনন্য।

মেহরিন আকতার খুশি, যিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, পারিবারিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। তার মতে, "মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা বেকার কিশোরী ও যুবতীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।" মেহরিনের স্বপ্ন আজ শুধু তার নিজের নয়, বরং তার মতো আরও অসংখ্য নারীর ভবিষ্যৎকে আলোকিত করার প্রতিশ্রুতি। রিমি, নাসরিন, নিশাত-প্রত্যেকেই মোবাইল সার্ভিসিংয়ে নিজেদের জন্য সম্ভাবনার নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন। তারা জানায়, "চট্টগ্রামে নারীরা মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় আলো ছড়াচ্ছে।"

প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সাথে যখন পরিদর্শকরা কথা বলেন, তখন প্রশিক্ষণের সুবিধা, সমস্যা ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রাইজ প্রকল্পের আওতায় ইউনিসেফ ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণটি শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি মূলত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের জীবনমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ঘাসফুলের প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম প্রশংসা করে বলেন, "মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় নারীরা যে অগ্রগতি করছে, তা প্রশংসার যোগ্য। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছে এবং ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

চট্টগ্রামের আতুরার ডিপো এলাকায় আজকের এই দৃশ্য প্রমাণ করে, মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় নারীরা শুধু নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করছে না, বরং উদ্যোক্তা হয়ে সমাজে আলো ছড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩৯৫
টিকাদান কর্মসূচি	৩৬৩
পরিবার পরিকল্পনা	১৫৬
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৬০৭৩
হেলথ কার্ড	৭৩৫

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে ঘাসফুলের টিকাদান কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় ২৪ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৪ সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে এক সপ্তাহব্যাপী টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৫৫১ জন কিশোরীকে এই টিকা প্রদান করা হয়। কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ রোগ ঝুঁকি কমাতে এ ধরনের উদ্যোগ নারীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২৪

"অধিকার নিশ্চিত হলে, এইডস যাবে চলে" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রাম সিভিল কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন কার্যালয় এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় সাপাহার, নিয়ামতপুর, সরাইগাছি ও নাচোল উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে মোট ৪টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	৩	৫০৭	১৩২	৮৫
নাচোল	১	৮৫	১৮	১৫
মোট	৪	৫৯২	১৫০	১০০
ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর ২০১২ হতে এ পর্যন্ত)		৪১৬৯৫	৬৮৫০	৪৯৪৫

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১৩৫ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিনমাসে। ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৪৮২৭৪৬৯ টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৯৩১৮৭৬ টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৭৪২৫০০ টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)	
সমিতির সংখ্যা	৪১৮৫
সদস্য সংখ্যা	৮২৪৯২
সঞ্চয় স্থিতি	৯১৬২৯৫৩৯৭
ঋণ গ্রহীতা	৫৮১৭৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩১৪৭৪৪৪৫৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৯০৮১৯৬৭৪৬৭
ঋণ স্থিতিরপরিমান	২৩৯২৪৭৮২৩৫
বকেয়া	১৭২৪৬৮১৯৯
শাখার সংখ্যা	৬০

এরিয়াভিত্তিক ঘাসফুলের ত্রৈমাসিক কর্মশালা: সফল কর্মকর্তাদের সম্মাননা ও অনুপ্রেরণায় মাঠপর্যায়ের কাজে নতুন গতি

অগ্রগতি পর্যালোচনায় স্বচ্ছতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নওগাঁ অঞ্চলে ত্রৈমাসিক কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর ঢাকা এরিয়া, ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর, ১৫ নভেম্বর হাটহাজারী, ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণ এবং একই দিনে নওগাঁ জোনের পত্নীতলা এরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাগুলোতে ঘাসফুলের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) জনাব মুহাম্মদ ফরিদুর রহমান ও ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব জয়ন্ত কুমার বসু। এছাড়াও স্ব-স্ব জোন ও এরিয়াতে দায়িত্বরত সহকারী পরিচালক, এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ অংশ নেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার কার্যক্রমের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে

প্রয়োজনীয় কৌশল ও উদ্ভাবনী চিন্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় কর্মদক্ষতা ও লক্ষ্য পূরণে উত্তীর্ণ কর্মকর্তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়, যা সবার মধ্যে ইতিবাচক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

পরিচালক (অপারেশন) জনাব মুহাম্মদ ফরিদুর রহমান বলেন, "প্রতিযোগিতামূলক এই সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিটি কর্মীকে পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।" তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কর্মশালায় উদ্ভাসিত অঙ্গীকার ও উদ্যম ঘাসফুলের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে।

এ ধরনের কর্মশালার ধারাবাহিকতা মাঠ পর্যায়ের কাজকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এটি যেমন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক, তেমনি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নওগাঁ জেলার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নওগাঁ অঞ্চলে ঘাসফুল, পত্নীতলা এরিয়ার ছয়টি শাখার সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২৩ নভেম্বর, শনিবার, দিনব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পত্নীতলা এরিয়ার ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় শাখা ও ক্রেডিট অফিসারদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চলমান কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। চলমান কার্যক্রমকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি-সহায়িত কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেওয়া হয়। এরিয়ার শাখাগুলোর ভালো পারফর্ম করা কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ কর্মশালা কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও শাখার কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ সংবাদ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার বিভিন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ১টি প্রশিক্ষণে অংশ নেন সহকারী পরিচালক মোঃ নাসির উদ্দিন। প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ পিকেএসএফ কার্যালয়ে।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তালিকাঃ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর নাম	আয়োজক
Software Based Monitoring and Supervision	১৪-১৭ অক্টোবর ২০২৪	১	মোঃ নাসির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক	PKSF

শোক সংবাদ!

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ, নওগাঁ জোনের আত্রাই শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনের মমতাময়ী মাতা ০৭ অক্টোবর ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল, চৌধুরীহাট শাখার ব্যবস্থাপক সৈয়দ তানবীর আহম্মদের পিতা মরহুম সৈয়দ ফোরকান আহম্মদ (৫৭) ০৯ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

আমরা শোকাহত

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর শাখার ব্যবস্থাপক মো: সুলতান মাহমুদের পিতা মো: মোজাহের হোসেন ১৯ অক্টোবর ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

ঘাসফুল, নওগাঁ সদর শাখার ক্রেডিট অফিসার মোঃ শিপলু হোসেন-এর মমতাময়ী মা গত ২২ নভেম্বর শুক্রবার ব্রেনস্ট্রোক করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল-এর পক্ষ থেকে আমরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা শোকাহত

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল, পতেঙ্গা শাখায় কর্মরত জুনিয়র কর্মকর্তা শ্রী এ্যানি দে ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ্যানি দে'র মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। "ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"! আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দয়াময় প্রভু যেন পরিবারের সবাইকে আপনজন হারানোর শোক সইবার শক্তি দান করেন।

আটজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ঘাসফুলের এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান...

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আটজন মেধাবী শিক্ষার্থী ঘাসফুলের 'এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' কর্মসূচির আওতায় বৃত্তি পেয়েছেন। গত ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ঘাসফুলের চট্টগ্রাম চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বৃত্তির প্রতীকী ব্যাংক চেক শিক্ষার্থী পর্না চৌধুরী অর্পা'র হাতে তুলে দেন সংস্থার উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান ও মারুফুল করিম চৌধুরী। এ সময় প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান এবং কর্মকর্তা সুমন দেব উপস্থিত ছিলেন।

এবারের বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান টুম্পা (ফেনী সদর), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রাজয় নাথ অনিক (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী পর্না চৌধুরী অর্পা (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স বিভাগের মোঃ তারেক (চট্টগ্রাম) এবং মোঃ বারেক (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের মোঃ রাসেল রানা (ধামইরহাট, নওগাঁ), মার্কেটিং বিভাগের আকরাম হোসেন অপু (সাপাহার, নওগাঁ) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী আল রিফাত গোলাপ (কীর্তিপুর, নওগাঁ)।

Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের সূচনা...

শেষ পৃষ্ঠার পর

নওগাঁ জেলা ইতোমধ্যেই আম ও অন্যান্য ফল উৎপাদনের জন্য একটি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। তবে এবার যুক্ত হচ্ছে নতুন মাত্রা; ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির বাস্তবায়ন। আম, পেয়ারা, মালটা, কুল, ড্রাগন ফল এবং স্ট্রবেরির মতো স্থানীয় ফলের গুণগত মান বজায় রেখে প্রক্রিয়াজাতকরণ, জৈব উৎপাদন কৌশল এবং বাজার সংযোগ; সব মিলিয়ে প্রকল্পটি কৃষকদের জন্য তৈরি করবে এক নতুন ভবিষ্যৎ।

কর্মশালায় নওগাঁ'র জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়াল প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে বলেন, "এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জৈব কীটনাশক উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং কৃষকদের আয়বৃদ্ধির পথ খুলে যাবে। জেলা প্রশাসন এই উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।"

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, "প্রকল্পটি শুধুমাত্র ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি নওগাঁর কৃষিকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে পারে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য এটি এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা।"

কর্মশালায় প্রকল্পের সার্বিক কাঠামো, কার্যক্রম ও লক্ষ্য তুলে ধরেন প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক কেএমজি রব্বানী বসুনিয়া এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরত-ই-খোদা মুহাম্মদ নাসের। তাঁরা ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষিখাতে জল, মাটি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো;

প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ফলের মূল্য সংযোজন।

পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

কৃষকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

স্থানীয় ফলচাষিদের জন্য বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা।

কর্মশালায় অংশ নেন ৫০ জন ফলচাষি উদ্যোক্তা, যাদের মধ্যে দুইজন নারীও ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় এনজিও ও মাইক্রোফাইন্যান্স সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা।

আলোচনায় উঠে আসে পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চা, মনিটরিং ও মূল্যায়নের গুরুত্ব, উদ্যোক্তা গঠনে সহায়ক নীতি ও সহযোগিতার কৌশল। অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী কর্মশালার সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, Ghashful-SMART-Fruits' প্রকল্পটি শুধুই একটি কৃষি উদ্যোগ নয়, এটি নওগাঁর কৃষিকে টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা।

আশা করা যায়, প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে শুধু ফলচাষিরাই নয়, উপকৃত হবেন স্থানীয় ভোক্তা, পরিবেশ এবং অর্থনীতি। ঘাসফুলের এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যাশা করা যায় যথাযথ পরিকল্পনা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও জনগণের অংশগ্রহণ - এই তিনের সমন্বয়ে বদলে যেতে পারে একটি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ।

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২৪ • সংখ্যা ০৪
• অক্টোবর - ডিসেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৩ বছর

আটজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ঘাসফুলের এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আটজন মেধাবী শিক্ষার্থী ঘাসফুলের 'এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' কর্মসূচির আওতায় বৃত্তি পেয়েছেন। গত ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ঘাসফুলের চট্টগ্রাম চান্দগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বৃত্তির প্রতীকী ব্যাংক চেক শিক্ষার্থী পর্না চৌধুরী অর্পা'র হাতে তুলে দেন সংস্থার উপ-পরিচালক সাদিয়া রহমান ও মারুফুল করিম চৌধুরী। এ সময় প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান এবং কর্মকর্তা সুমন দেব উপস্থিত ছিলেন।

এবারের বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান টুম্পা (ফেনী সদর), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রাজয় নাথ অনিক (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী পর্না চৌধুরী অর্পা (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স বিভাগের মোঃ তারেক (চট্টগ্রাম) এবং মোঃ বারেক (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের মোঃ রাসেল রানা (ধামইরহাট, নওগাঁ), মার্কেটিং বিভাগের আকরাম হোসেন অপু (সাপাহার, নওগাঁ) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী আল রিফাত গোলাপ (কীর্তিপুর, নওগাঁ)।

◢ বাকী অংশ ৩০তম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল ২০১০ সাল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত প্রায় চারশত শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে ঘাসফুলের শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মূলত: ঘাসফুল শিক্ষাবৃত্তি'র মধ্যে দুটি স্তর রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তী উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা সহায়তার এই ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীদের কেবল আর্থিকভাবে সাবলম্বী করে তুলছে না, বরং তাদের স্বপ্নপূরণের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করছে। ভবিষ্যত নেতৃত্ব বিকাশে ঘাসফুলের এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

নওগাঁর কৃষিতে টেকসই রূপান্তরের অভিযাত্রা:
Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের সূচনা

নওগাঁ জেলার কৃষিতে শুরু হলো একটি নতুন সম্ভাবনার যাত্রা, একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও মূল্য সংযোজনভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ। গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন, ফলচাষি উদ্যোক্তা এবং উন্নয়নকর্মীরা।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, Promotion of Value-Added Fruits Products for Sustainable Growth and Instituting RECP Practices'। স্থানীয়ভাবে পরিচিত Ghashful-SMART-Fruits নামের এই প্রকল্পটি নওগাঁর চারটি উপজেলা; সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও নিয়ামতপুরে বাস্তবায়িত হবে।

◢ বাকী অংশ ৩০তম পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org